নিরুৎসাহতাকে জয়

হগয় ২ অধ্যায় ১-৫ পদ

আমরা সবাই ''পুরানো সেই দিনের কথা'' গান গাইতে ভালোবাসি। কিন্তু সত্য হল, আমরা যদি উন্নতি বা অগ্রগতি চাই, তাহলে অতীতকে পিছনে ফেলে এগোতে হবে। আজ আমরা হগয় ভাববাদি পুস্তকের ২য় অধ্যায়ের প্রথম ৪টি পদ থেকে এই শিক্ষা পেতে চলেছি। এর আগে আমরা ১ অধ্যায়ের শেষ পদগুলি থেকে শিখেছি, ঈশ্বরের আত্মা কীভাবে লোকদের উৎসাহিত করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ তারা ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ শুরু করেছিল। আমরাও যেন তাদের অনুসরণ করে ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি, দেরি না করি।

হগয় ১ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের **৬ষ্ঠ মাসের ১ তারিখে** হগয় প্রথম ঈশ্বরের বাক্য ইস্রায়েলের কাছে উপস্থিত করেছিল। হগয় ছিল ইস্রায়েলের হাতে গোনা সেই সমস্ত ভাববাদীর একজন, যাঁর প্রচার শুনে লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যানুসারে কাজ করেছিল। মাত্র ১ মাসের মধ্যে ওই বৎসরের **৬ষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখে** তারা ঈশ্বরের গৃহ পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেছিল (১:১৫ পদ)। অনেক উৎসাহ ও উদ্দিপনা নিয়ে সেই কাজ শুরু হলেও, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কিন্তু সেই কাজে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে ঈশ্বর তাদেরকে সেই কাজে পুনরায় উৎসাহিত করতে হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ২য় বারের জন্য তাঁর বাক্য ইস্রায়েলের কাছে উপস্থিত করেন।

হগয় ২:১ পদে হগয় ভাববাদীর ২য় প্রচারের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে, ***"সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য হগয় ভাববাদী দ্বারা উপস্থিত হল।"*** এ কথার অর্থ, ওই বৎসরের **৭ম মাসের ২১ তারিখে** ঈশ্বরের বাক্য হগয় ভাববাদীর কাছে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, মাত্র ১ মাসের মতো সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, আর এর মধ্যেই তারা ঈশ্বরের গৃহ পুনঃনির্মাণের কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। তাদের এই নিরুৎসাহিত হবার পিছনে বিভিন্ন কারণকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। (১) নির্মাতারা যখন তাদের কর্মভারের বৃহৎ আকার ও তাদের সামর্থের স্বল্পতা উপলব্ধি করেছিল, তখন তারা নিরাশাগ্রস্ত হয়েছিল। (২) সপ্তম মাসে তারা কুটিরবাস পর্ব পালন করত। এই পর্ব পালন করতে এসে তাদের মধ্যে অনেকে এই ধরণের অস্বাস্থকর মন্তব্য করতে শুরু করে যে, নতুন মন্দির কখনও পুরাতন মন্দিরের সমান হতে পারবে না। তাদের সেই মন্তব্য শুনে তারা তাদের সেই কাজে নিরুৎসাহিত হয়েছিল। (৩) এই কাজ শুরু করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তাতে অনেক বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। বিশেষত, যে স্থান ঝোপ-ঝাড়ে পূর্ণ হয়েছিল, তা পরিষ্কার করা, পাথরকে পুনঃব্যবহারের উপযুক্ত করা, এবং সেই সমস্ত কাজ করার জন্য লোকদের একাধিক দলে বিভক্তকরণ, প্রভৃতি কাজে অনেক বেশি সময় লেগেছিল। ইষ্রা ৩ অধ্যায় থেকে আমরা জানি যে, ইস্রাায়েলীয়রা যিহুদিয়াতে ফিরে এসে যখন মন্দিরের বেদি পুনর্নির্মাণ করেছিল, তখন থেকেই তারা বলিদান ও বিভিন্ন পর্ব পালন পুনরায় শুরু করেছিল। অন্যদিকে, সপ্তম মাসে (তীশরি মাস) বিভিন্ন বিশেষ পর্ব থাকায়, যে সময় তারা কোনও কাজ করতে পারত না, তাদের কাজে বিলম্ব ঘটেছিল। সাপ্তাহিক বিশ্রামদিনের পাশাপাশি সপ্তম মাসের প্রথম দিন ছিল তূরীধ্বনির পর্ব (লেবীয় ২৩:২৪-২৫), এবং ১০ম দিন ছিল প্রায়শ্চিত্তদিন (লেবীয় ২৩:২৬-৩২)। তারপর **ঐ মাসের ১৫ তারিখ** থেকে কুটীরবাস পর্ব শুরু হত (লেবীয় ২৩:৩৩-৩৬; ৩৯-৪৩; ২বিবরণ ১৬:১৩-১৫), যা ৭ দিন যাবৎ চলত, **অর্থাৎ ২২ তারিখ** পর্যন্ত তা চলত। এখন, এই সমস্ত পর্ব চলার কারণে, হয়ত তাদের পক্ষে মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজে মন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

হগয় ভাববাদী তাদের কাছে **ঐ মাসের ২১ তারিখে**, অর্থাৎ কুটিরবাস পর্বের শেষ দিনের আগের দিন (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩; গণনা ২৯:১২-৩৯; ২বিবরণ ১৬:১৩-১৫; যিহিষ্কেল ৪৫:২৫) ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে উপস্থিত করেছিল। কুটিরবাস পর্ব

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিল তাদের সেই বিশেষ পর্ব, যখন তারা স্মরণ করত যে তাদের পূর্বপুরুষরা প্রান্তরে কুটিরে বাস করেছিল, ভবঘুরের জীবন যাপন করেছিল। তাই প্রতিজ্ঞাত দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার তাদের পূর্বপুরুষদের আশাকে এই পর্ব তাদের স্মরণ করিয়ে দিত। এই পর্ব আনন্দ ও প্রশংসার পর্ব হওয়া উচিৎ ছিল। হগয় ভাববাদীর সময় ইস্রায়েলীয়রা নতুন উদ্দিপনায় এই পর্ব পালন করছিল, যেহেতু তারা কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছে। পূর্বে তারা সংখ্যায় ছিল প্রচুর, কিন্তু এখন তারা কেবল অবশিষ্টরা আছে। পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষরা দুগ্ধ-মধু প্রবাহী দেশের উদ্দেশে যাত্রা করছিল, কিন্তু এখন তারা কোনক্রমে সেই দেশে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে।

অন্যদিকে, এই দিনটি ছিল ইস্রায়েলের ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রায় ৪৩০ বৎসর পূর্বে এই সপ্তম মাসের উৎসব কালেই রাজা শলোমন তাঁর নির্মিত জেরুশালেম মন্দির ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিল (১রাজা ৮:২)। এখন শলোমনের নির্মিত মন্দিরের উৎকর্ষকে যখন তারা স্মরণ করেছে, তখন তারা যে পরিকল্পনায় সেই মন্দির নির্মাণ করছে, তা যে কত তুচ্ছ, তা তারা সহজেই উপলব্ধি করেছে। তা তাদের নিরাশাগ্রস্ত করেছে।

আমাদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। আমরাও প্রবল উৎসাহে অনেক কাজ শুরু করি, কিন্তু কিছুদিন পরেই আমরা সেই উৎসাহ ও প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলি। নতুন বৎসরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ শুরুও করেছিলাম, কিন্তু মাত্র ১ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সমস্ত কাজে আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি।

৩ পদে ঈশ্বর হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কাছে ৩টি প্রশ্ন রেখেছেন: ***"তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে আছে যে, পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল? আর এখন তোমরা এই গৃহ কী অবস্থায় দেখছ? এই গৃহ কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ নয়?"***

ক। রোগ নির্ণয়

সেদিন ইস্রায়েলীয়রা যখন ঈশ্বরের গৃহ পুনঃনির্মাণের কাজে নিরুৎসাহিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বর তাদের সেই সমস্যার সমাধান করতে যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন, তা হল, তারা যেন তাদের নিরুৎসাহিত হবার সঠিক কারণকে উপলব্ধি করে। আসলে, ঈশ্বর তাদের মনের সমস্ত চিন্তা জানতেন, তারা কী চিন্তা করছে, বা অনুভব করছে, তা যে তিনি জানতেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি তাদের বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি তাদের সেই চিন্তা ও অনুভূতি উপলব্ধি করেন। আসুন, আমরা তাদের নিরুৎসাহ হবার সঠিক কারণগুলি উপলব্ধি করি।

(১) অতীতের সঙ্গে তুলনা: ৩ পদের প্রথমাংশে ঈশ্বর তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, ***"তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে আছে যে, পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল?"*** তাদের মধ্যে হয়ত কিছু বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা এই মন্দির ধ্বংস হবার পূর্বে এর চেহারা দেখেছিলেন। ৫৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শলোমনের তৈরী এই মন্দির ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। এখন হল ৫২০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, অর্থাৎ কমপক্ষে ৬৭ বৎসর পূর্বের কথা। ইষ্রা ৩:১২ পদ অনুসারে, এই ঘটনার প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে (৫৩৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে), যখন এই মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করা হয়েছিল, তখন যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকূলপতিদের মধ্যে অনেক লোক ছিলেন, অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ অনেকে ছিলেন, যাঁরা পূর্বকার গৃহ দেখিয়াছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, শলোমনের সেই মন্দিরের সঙ্গে তাদের দ্বারা যে মন্দির নির্মিত হতে চলেছে, তার কোনও তুলনাই হয় না। শলোমনের সেই মন্দিরকে কেবল চোখের দেখা দেখবার জন্য কত লোক কত দূর থেকে তাদের দেশে আসত। এই ভাবে, যখন তারা তাদের অতীতকে স্মরণ করল, তখন তারা তাদের বর্তমান দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত হল। ইষ্রা ৩:১১-১৩ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যখন এই মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল, তখন যারা শলোমনের নির্মিত মন্দির নিজের চোখে দেখেছিল, তারা উচ্চৈস্বরে রোদন করেছিল; কিন্তু যারা তা দেখেনি, তারা আনন্দ করেছিল। সহজ কথায়, বয়স্করা যখন কাঁদছিল, তখন ছোটরা আনন্দ করছিল, ঈশ্বর আরাধনা করছিল।

আজও একই কথা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। যারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদের মণ্ডলীর অতীত জানেন, তাঁরা ''পুরানো সেই দিনের কথা'' বলে, শোক করে থাকেন, আর তার দ্বারা নতুনদের নিরুৎসাহিত করে থাকেন। অন্যদিকে, নতুনরা পুরানোদের দেখে ভাবে তারা কেবল অতীতের ছায়া বহন করে চলেছে, বর্তমানে ঈশ্বরের কাজের জন্য তাদের কোনও চেষ্টা নেই। এখন সত্য হল, আমরা অতীতের সুখস্মৃতিতে মগ্ন হতে পারি, কিংবা অতীতের অপরাধ, ভয় বা লজ্জ্যায় কষ্ট পেতে পারি, কিন্তু সেই অতীতকে যদি আমরা আমাদের মধ্যে জিইয়ে রাখি, তাহলে আমরা অগ্রস্বর হতে পারব না। আমরা যদি অগ্রস্বর হতে চাই, তাহলে আমাদের অতীতকে পিছনে ফেলতে হবে। ফিলিপীয় ৩:১৩-১৪ পদে, পৌলও যখন তিনি তাঁর অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে স্মরণ করেছেন, তখন একই শিক্ষা দিয়েছেন।

(২) দোষ ধরা: ৩ পদের ২য় প্রশ্ন হল: ***''আর এখন তোমরা এই গৃহ কী অবস্থায় দেখছ?''*** আমরা সহজেই অন্যদের দোষ দেখতে পাই। সেই সমস্ত বয়স্করা পুরানো দিনের সুখস্মৃতির কথা বলে বর্তমানের নির্মাণ কাজকে নিরুৎসাহিত করছিল। সেখানে কী হচ্ছিল, বা কী ছিল, তা না দেখে, তারা তাদের দৃষ্টি সেখানে কী হচ্ছিল না, কী ছিল না, তার প্রতি নিবদ্ধ করেছিল। ইতিবাচক বিষয়কে না দেখে, তারা নেতিবাচক বিষয়ে মন দিয়েছিল। আমাদের মধ্যেও একই প্রবণতা দেখা যায়, আমরাও কারুর কোনও দোষ দেখে তার সমালোচনা না করে থাকতে পারি না।

(৩) বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা: ৩ পদের ৩য় প্রশ্ন: ***''এই গৃহ কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ নয়?''*** এখানে 'অবস্তুবৎ' শব্দের অর্থ 'অস্তিত্বহীনতা' বা 'শূন্য'। আমাদের মধ্যে অনেকে আছি, যারা কোনও বিষয়কে অতিরঞ্জিত করতে সিদ্ধহস্ত। আমাদের মুখ থেকে অনেক সময় এমন কথা বের হয়ে থাকে, *''ও কোনও দিন পরিবর্তিত হবে না,''* কিংবা *''ওর দ্বারা কখনও কিছু হবে না,''* কিংবা *''ও কিছুই জানে না,''* ইত্যাদি।

সত্য হল, অতীত বাস্তবে যা ছিল, তার থেকে অনেক সুন্দর করে স্মরণ করার দ্বারা আমরা বর্তমানের প্রকৃত বাস্তবকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকি। তাই, উপদেশক ৭:১০ পদে আমাদের বলা হয়েছে, ***''তুমি বোলো না, বর্তমান কাল অপেক্ষা পূর্বকাল কেন ভালো ছিল? কারণ, এ বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাসা করা প্রজ্ঞা থেকে উৎপন্ন হয় না।''*** পরিবর্তে, আসুন, ঈশ্বর এখন যা করছেন, তাতে আনন্দ করি। সমালোচনার পরিবর্তে, সহযোগিতা করি।

খ। ঔষধ প্রয়োগ

তাদের নিরুৎসাহের কারণকে চিহ্নিত করার পর, ঈশ্বর তাদেরকে সেই নিরুৎসাহতাকে জয় করার পথ প্রদর্শন করেছেন। ৪ পদে আমাদের ২টি বিষয় করতে বলা হয়েছে, এবং ৫-৯ পদে ঈশ্বর নিজে কী করতে চলেছেন, তা প্রতিজ্ঞা করেছেন। আজ আমরা আসুন, আমাদের কী করতে হবে, তা দেখি। আগামী সপ্তাহে আমরা দেখব, ঈশ্বর কী করতে চলেছেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

(১) বলবান হও: তাদের যে পরিস্থিতি, এবং তার যে ব্যাখ্যা, তা নিঃসন্দেহে খুবই শোচনীয় ও দুঃখজনক। এমত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণে যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের প্রতি সান্ত্বনা-বাক্য আশা করার কথা, তখন ঈশ্বর কিন্তু তাদেরকে শক্তিশালী হতে বলেছেন; কারণ তিনি তাদের মধ্যে তাঁর মহৎ কাজ সাধন করতে চলেছেন। ৪ পদে ৩বার বলবান হতে বলা হয়েছে: ***''কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি বলবান হও, এই কথা সদাপ্রভু বলেন; আর হে যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি বলবান হও; এবং দেশের সমস্ত লোক, তোমরা বলবান হও, এই কথা সদাপ্রভু বলেন।''*** এখানে বলবান হওয়াকে, ***সাহসী হও*** বলেও অনুবাদ করা সম্ভব। নেতাদের দিয়ে শুরু করে ঈশ্বর সমস্ত লোকদের সাহসী হতে বলেছেন। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় এগিয়ে চলতে দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী হওয়া (যিহোশূয় ১:৬, ৭, ৯; বিচার ৭:১১)। অর্থাৎ, যে মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজ তারা শুরু করেছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে দেরী হওয়ায়, তারা সেই কাজে নিরুৎসাহিত হয়েছিল; তারা যেন সেই কাজ নতুন উদ্দিপনায় শুরু করে। তার জন্য তারা যেন দৃঢ়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মনোভাবের অধিকারী হয়। কেবল নেতারা নন, নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও যেন সেই একই মনোভাবের অধিকারী হয়। পরিবেশ বা পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে, তাতে নিরাশাগ্রস্ত হওয়া নয়, কারণ সেই কাজে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা তারা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেছে। এখন তাদের দায়িত্ব কেবল এগিয়ে চলা, পিছনে ফিরে তাকানো নয়। আর এগিয়ে যেতে হলে তাদের প্রয়োজন মনোভাবের দৃঢ়তা।

৪ পদে শেষাংশে তাদের সাহসী হবার পিছনে কারণকে উল্লেখ করা হয়েছে, *"কারণ, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"* তাদের প্রশাসনিক নেতা সরুব্বাবিল, মহাযাজক যিহোশূয়, এবং দেশের সমস্ত লোককে একই কথার দ্বারা সাহসী হতে বলা হয়েছে; আর তা হল, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এর আগে ১:১৩ পদেও ঈশ্বর তাদেরকে এই একই কথার দ্বারা উৎসাহিত করেছিলেন।

হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বরের এই কথা শুনে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত শলোমনের প্রতি দায়ূদের কথাকে স্মরণ করেছিল। শলোমন যখন প্রথম মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন দায়ূদ তাকে এই কথা বলেছিল, *"পরে দায়ূদ আপন পুত্র শলোমনকে কহিলেন, তুমি বলবান হও, সাহস কর, কাজ কর; ভয় কোরো না, নিরাশ হোয়ো না; কারণ, ঈশ্বর তোমার সহবর্তী; সদাপ্রভুর গৃহবিষয়ক কাজের সমস্ত রচনা যাবৎ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না।"*

(২) কাজ কর: ৪ পদের পরবর্তী অংশে তাদের বলা হয়েছে, *"আর কাজ কর।"* এর আগে ১:৮ পদেও হগয় ভাববাদীর প্রথম প্রচারেও তাদের একই কথা বলা হয়েছিল, *"পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর . . . ।"* তাদেরকে বলবান হতে বলার পর তাদেরকে কাজ করতে বলা হয়েছে। আমাদের সাহসিকতা আমাদের কাজের দ্বারাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আজ আমরা কী করছি, কীভাবে চলছি, তার দ্বারা আমরা কতখানি সাহসী, তা-ই প্রকাশ পায়। তাঁর সন্তান আমাদের প্রত্যেককে তিনি নির্দিষ্ট দায়িত্ব বা কাজ দিয়েছেন। আমার আপনার পরিবার, শিক্ষাক্ষেত্র, বা কর্মক্ষেত্রে তিনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা কি আমরা দায়িত্ব সহকারে পালন করছি? না-কি আমরা আমাদের লেজ গুটিয়ে বসে আছি?

আসুন, আমরা অতীতকে ত্যাগ করে বর্তমানকে উপভোগ করি ও ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করি। আমরা যত বেশি গতকালের কথা বলব, তত বেশি আমরা আজকে আমাদের কাজকে অবহেলা করব। সর্বদা মনে রাখি, গতকাল হল ইতিহাস, আগামীকাল হল রহস্য, কিন্তু আজ হল উপহার। আজকের যে দিন প্রভু আমাদের দেখতে অনুমতি দিয়েছেন, আসুন তার সঠিক ব্যবহার করি, দায়িত্ব পালন করি ও উপভোগ করি। যিশাইয় ৪৩:১৯ প্রভু আমাদের কছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"দেখ, আমি এক নতুন কাজ করব, তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি প্রান্তর মধ্যে পথ, ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।"* আসুন, আমরা সাহস করি, তাঁর প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখি, আমাদের দায়িত্ব পালন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com